



97727 - যাকাতের নসিব পূরণ করার জন্য এক জাতের সম্পদকে অন্য জাতের সাথে একত্রিত করা হবে না

প্রশ্ন

আমার একখণ্ড জমি আছে। এতে গম ও যব হয়। এতে কি যাকাত ফরয হবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

শস্যদানা ও ফলফলাদিতে যাকাত ফরয হয়; যদি নসিব পরমাণে পৌঁছে। নসিব হলো পাঁচ ওয়াসাক। এক ওয়াসাকের পরমাণ ষাট সা'। এক সা'তে চার মুদ্দ। এক মুদ্দ মাঝারি কাঠামোর পুরুষ লোকের দুই মুঠোর সমান। দলিল হলো আবু সাঈদ (রাঃ) এর হাদিস, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: “কোন শস্যদানা ও খজুর পাঁচ ওয়াসাকে না পৌঁছা পর্যন্ত সদকা নহে।” [সহিহ মুসলিম (৯৭৯)]

আলমেদের ইজমার ভিত্তিতে গম ও যব এমন শ্রেণীয় সম্পদ যগুলোতে যাকাত ফরয হয়। সুতরাং জমিতে যদি নসিব পরমাণ গম বা যবের উৎপাদন হয় তাহলে আপনার উপর এর যাকাত ফরয হবে। আর যদি গম ও যবের উৎপাদন নসিব পরমাণ না হয়; কিন্তু একটিকে অপরটির সাথে মিলিয়ে নসিব পরমাণে পৌঁছে সেক্ষেত্রে আপনার উপর যাকাত ফরয হবে না। যহেতু আপনি যবের নসিবের মালিক নন; আবার গমের নসিবের মালিকও নন।

বিস্তারিত বিবরণ হলো: শস্যদানা ও ফলফলাদির একটা জাতকে অপর জাতের সাথে মিলানোর ক্ষেত্রে অবস্থা দুটোর বেশি নয়:

১। উৎপাদিত ফসল একজাতীয়; কিন্তু প্রকার ভিন্ন। যাকাতের নসিব পূরণ করার ক্ষেত্রে এটির এক প্রকারকে অপর প্রকারের সাথে মিলানো হবে। তথা সুক্কারি খজুরকে বারহি খজুরের সাথে যোগ করা হবে। অনুরূপভাবে এক প্রকারের গমকে অপর প্রকারের গমের সাথে যুক্ত করা হবে। এক প্রকারের কসিমসিকে অপর প্রকারের কসিমসির সাথে যুক্ত করা হবে। এভাবে অন্যান্য শস্য বা ফলের ক্ষেত্রেও।

এক জাতীয় ফসলের এক প্রকারকে অপর প্রকারের সাথে মিলানোর প্রমাণ পাওয়া যায় আবু সাঈদ খুদরি (রাঃ) এর পূর্ববক্ত হাদিসের সার্বিকতা থেকে। তা এভাবে যে, যহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহিস ওয়া সাল্লাম সাধারণভাবে খজুরের উপর যাকাত



ফরয করছেন। এটি সুবাদতি য়ে, খজেরে মধ্যে নানা প্রকারে খজের অন্তর্ভুক্ত। কনিতু তনি এক প্রকারে খজেরকে অপর প্রকার থেকে আলাদা করার নরিদশে দনেনি।

ইবনে কুদামা (রহঃ) “আল-মুগনী” গ্রন্থে (২/৩১৬) বলনে: “তাদরে মধ্যে এ নয়িে কোন মতভদে নইে য়ে, নসিাব পরপূরণ করার ক্ষত্রে এক জাতরে অন্তর্ভুক্ত সকল প্রকারে একটিকে অপরটির সাথে যোগ করতে হবে।”[সমাপ্ত]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) “আল-শারহুল মুমতী” গ্রন্থে (৬/৭৩) বলনে: “এক প্রকারকে অপর প্রকারে সাথে যোগ করতে হবে। উদারণতঃ সুকারি (খজের)-কে বারহি (খজের)-এর সাথে যুক্ত করতে হবে। অনুরূপভাবে গমরে ক্ষত্রে, মায়িয়া, লুক্বাইমী, হনিত্বা ও আল-জারবিার একটিকে অপরটির সাথে যুক্ত করতে হবে।”[সমাপ্ত]

২। ফসলরে জাত ভনিন হওয়া। এক্ষত্রে নসিাব পরপূরণ করার জন্য এক জাতকে অপর জাতরে সাথে মলিনাে হবে না। তথা নসিাব পরপূরণ করার জন্য গমরে সাথে যবকে, খজেরে সাথে কসিমসিকে, চালরে সাথে গমকে মলিনাে হবে না। যহেতু জাত ভনিন। যমেনভাবে গরুর সাথে উটকে কথিবা গানাম (ছাগল-ভড়া)-কে মলিনাে হয় না। কারণ জাত ভনিন।

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) “আল-শারহুল মুমতী” গ্রন্থে (৬/৭৩) বলনে: “এক জাতকে অপর জাতরে সাথে মলিনাে হবে না। তাই যদি কোন ব্যক্তরি একটিকে খামার থাকে এবং এর অর্ধকে যব হয়; আর বাকী অর্ধকে গম হয় এবং প্রত্যকে জাতরে ফসল অর্ধকে নসিাব পর্যন্ত পৌঁছে; এক্ষত্রে এক ফসলকে অপর ফসলরে সাথে মলিনাে হবে না। যহেতু জাত ভনিন। যমেনভাবে গরুকে উটরে সাথে কথিবা গানাম (ছাগল-ভড়া)-র সাথে মলিনাে হয় না। যহেতু জাত আলাদা।”[পরমির্জতিভাবে সমাপ্ত]

উপরোক্ত আলোচনার প্রক্ষেতিে আপনার গম বা যবরে যটো নসিাব পরমিণে পৌঁছে সটোর যাকাত পরশিোধ করা আপনার উপর আবশ্যক। আর যটো নসিাব পরমিণে পৌঁছেনি সটোর যাকাত নইে।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।